যুগান্তর
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭
SEP. 19 2002

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির এই প্রতিযোগিতা কেন?

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন আছে বৈকি। কিন্তু বর্তমানে দেশের আনাচে-কানাচে যেভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে তা রীতিমতো আশংকাজনক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বেকার সমস্যা ঘোচানোর একমাত্র পথ হল– যেনতেন জায়গায় যেকোন উপায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো। আগে যেখানে একটি ইউনিয়নে একটি বা দুটি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল সেখানে এখন ৭/৮টি বা কোথাও কোথাও ১০টি পর্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগে থানা পর্যায়ে যেখানে একটি বা দুটি কলেজ ছিল সেখানে এখন ৫/৬টি পর্যন্ত কলেজ হয়েছে। এরপরও গ্রামের দুর্গম এলাকায় যেখানে রাস্তাঘাটের সংস্কার নেই, নেই পর্যাপ্ত জনবসতি সেখানেও নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করার পরিকল্পনা বা প্রক্রিয়া নেয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে অনেকটা হুজুগের বশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার হিড়িক পড়েছে যেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কৌশলে এবং মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে স্বীকৃতি এবং এমপিওভুক্তিও হচ্ছে অবলীলায়।

কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পাচ্ছে, তাদের প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রী আছে কিনা, ন্যূনতম অবকাঠামোগত সুবিধা আছে কিনা তা ভেবে দেখার প্রয়োজন কেউ মনে করছেন না। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিই যেন শিক্ষা বিস্তারের একমাত্র পথ। আসলে কি তাই? উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের অবশ্যই আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের উচ্চশিক্ষার মান বর্তমানে রীতিমতো প্রশ্নের সম্মুখীন। বিগত কয়েক বছরে যে হারে ঢালাওভাবে কলেজ পর্যায়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

যেসব কলেজে ডিগ্রি (পাস কোর্স) পড়ানোর মতো শিক্ষক, লাইব্রেরি, বইপুস্তক এবং শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ নেই সেখানে অনার্স ও মাস্টার্স কিভাবে পড়ানো হচ্ছে? ভুলে গেলে চলবে না যেনতেনভাবে একটি সার্টিফিকেট প্রাপ্তি শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হতে পারে না। সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে যে, যেখানে সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েই চালু করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় উচ্চহারে টিউশন ফি। এসব প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না বলে বিচিত্র ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলাই শ্রেয় নয় কি?

শিক্ষার প্রসার ঘটাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করাই বেশি প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণ এবং সর্বোপরি শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, আর্থিক দীনতা ঘুচানো জরুরি বলে আমরা মনে করি।

এমএ হামিদ খান
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, আসিয়া হাসান আলী মহিলা কলেজ, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল